মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

বহির্বিশ্বে মাতৃভাষা দিবসের পরিচিতি বাড়াতে হলে–

বাংলাদেশের 'একুশে ফেব্রুয়ারী' তারিখটি ইউনেস্কোর বুধবার ২০০০ সাল থেকে বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হবার কথা। বাংলাদেশে গত দু'বছর যাবৎ একুশের অনুষ্ঠানকে অনেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালন করছে। কিন্তু বহির্বিশ্বে সেরকমভাবে পালন হবার কথা শোনা যায় নি। অন্তত যেসব দেশে বাংলাদেশী বা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী বসবাস করেন সেসব দেশেও জাতীয়ভাবে 'একুশে' পালন করার কথা শোনা যায়নি। পালন দূরে থাক, বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যমে দিবসটি উল্লেখিত হয়েছে কিনা সে খবরও আমরা জানি না। আমরা বাংলাদেশে বসে নিজেরাই যদি শুধু 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালন করি আর আন্তর্জাতিক ভবনে অন্য কেউ তা পালন না করে তাহলে এই দিবসকে যথাযথ সম্মান বা স্বীকৃতি জানানো হলো না। বিষয়টা নিয়ে আমরা কি কিছু ভাবছি? আমরা কি জানি সারা বিশ্বে 'একুশের' মর্যাদাটা এখনো পৌঁছেনি? দুতিন বছরের মধ্যেই সব দেশে এই বার্তা পৌঁছে যাবে সেরকম আশা করা উচিত হবে না। তবে দুতিন বছরের মধ্যে এই বার্তা পৌঁছাবার লক্ষ্যে আমরা কি কোনো কাজ করেছি? কোনো সেমিনার বা মতবিনিময় করেছি? সরকারীভাবে করেছি? বেসরকারীভাবে করেছি?

আমার জানা মতে, আমরা প্রায় কিছুই করিনি। আওয়ামী লীগ আমলে শুধু একটি কাজের সূচনা করেছিল। তা হ'ল : দেশে একটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট' স্থাপন করার প্রাথমিক কাজ। যদিও আমি মনে করি এই ইনষ্টিটিউটের কোন প্রয়োজন নেই। এই ইনষ্টিটিউট তেমন কোন অবদান রাখতে পারবে না। শুধু সরকারের কিছু টাকা অপচয় হচ্ছে। যা হোক, এই বিতর্ক আজ এখানে তুলবো না। এই ইনষ্টিটিউটের সূচনা দ্বারা আওয়ামী লীগ আমলেও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' সম্পর্কে তেমন কাজ হয়নি। আওয়ামী লীগ অবশ্য সমাধে পারেনি।

বিএনপি ২০০১ সালের শেষে ক্ষমতায় আসার পর সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিয়েছে বলে শুনিনি। পদক্ষেপ দূরে থাক, কোন আলোচনারও সূত্রপাত করেনি। অথচ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থিয়েটারের ব্যক্তিগত বিদেশ সফরের অনুমতিদান থেকে শুরু করে কতো তুচ্ছ বিষয়ে প্রত্যহ মাথা ঘামায়। কিন্তু এত বড় একটা বিষয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় তাদের হয়নি।

আমার মনে হয়, আমাদের সরকার, ক্ষমতাসীন দল, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় উপলব্ধি করতেই পারেনি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' থেকে বাংলাদেশ কতটা মাইলেজ পেতে পারে। আমাদের মন্ত্রী ও সরকারী কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক এক্সপোজার খুবই কম। তারা শুধু জানেন, 'বিদেশে বাংলাদেশের কোন ইতিবাচক পরিচিতি নেই। সামান্য যা পরিচিতি আছে তা বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ বা শিক্ষিত মানুষের কাছে 'বাংলাদেশ'-এর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এখনো পৃথিবীর বহু দেশে ইথিয়ার শ্রীলঙ্কার দেশ বলে বহু কষ্টে বাংলাদেশকে চেনাতে হয়।

এরকম পরিস্থিতিতে সরকার বিদেশে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' প্রচার করার কথা হয়তো চিন্তা করতে পারেনি।

অনেকে বলতে পারেন, এই দায়িত্ব আমাদের নয়, ইউনেস্কোর। হ্যাঁ, তা কখনো ভুল বলা হবে না। কিন্তু ইউনেস্কোর হাত সীমিত। তারা যতটুকু করেছে যথেষ্ট করেছে। তারপরও প্রচারের জন্য তাদের আরো কিছু করা উচিত। কিন্তু সেজন্যও তো ইউনেস্কোকে তাগাদা দিতে হবে। লবিং করতে হবে। প্রয়োজন হলে জাতিসংঘের মহাসচিবকে নিয়ে লবিং করাতে হবে। জাতিসংঘের মহাসচিবকে নিয়ে যদি ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে একটা বাণী প্রচার করা যেতো তাহলেও অনেক বড় কাজ হতো। দায়িত্ব 'ইউনেস্কোর' বলে বাংলাদেশ যদি হাত ছেড়ে দেয় তাহলে তা খুব দুঃখজনক কাজ হবে না।

বর্তমান সরকার গত কয়েক মাস যাবৎ "দেশের ভাবমূর্তি বিপন্ন" বলে খুব চেঁচামেচি করছে। ভাবমূর্তি যদি বিপন্নই হয় সেজন্যে সরকারই অনেকটা দায়ি। কিন্তু ভাবমূর্তি বাড়াবার লক্ষ্যে সরকার তেমন কোন পদক্ষেপ নেয় না। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' সরকারের কাছে একটা বড় সুযোগ ছিল। কিন্তু সরকার তা কাজে লাগাতে পারেনি। আমার সন্দেহ হয়, দিবসটির গুরুত্বই সরকার উপলব্ধি করতে পারেনি। সরকার হয়তো ভেবেছে শহীদ মিনারে ফুল দিলেই এ ব্যাপারে সব দায়িত্ব পালন হয়ে যায়।

সরকার অনেক কিছুই করে না। অনেক ক্ষেত্রেই স্থিতিতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখায় না। কিন্তু জনমতের চাপে পড়ে সরকারকে অনেক সিদ্ধান্ত বিলম্বে হলেও নিতে হয়। আগের সিদ্ধান্ত পালটাতে হয়। এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে। শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনা- বহু সরকারই জনমতের চাপে পড়ে সচিত্র হয়েছেন। জনমত খুব কঠিন জিনিস।

"মাতৃভাষা দিবস" সম্পর্কেও সরকার নিস্পৃহ একথা ঠিক। কিন্তু বেসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন? তারা কি করেছে? গত দুটি বছরে ফেব্রুয়ারী মাসের মাসব্যাপী আলোচনায় বাংলা একাডেমী কি এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করেছে? 'মাতৃভাষা দিবসের' সরকারী করণীয় সম্পর্কে বাংলাভাষার গবেষক, লেখক, চিন্তাবিদ ও সুহৃদদের নিয়ে কোন মতবিনিময় করেছে? এ ব্যাপারে সরকারের করণীয় সম্পর্কে কোন পেপার তৈরী করে সরকারকে দিয়েছে?

এ ব্যাপারে আমাদের বিদ্যা ও চিন্তার দৌড় বেশিদূর হওয়ার কথা নয়। তাই বাংলা একাডেমীর উচিত ছিল এই কাজে সরকারকে পরামর্শ দেয়া। সরকার না চাইলেও। কারণ এই আলোচনা একাডেমীর এজেন্ডার মধ্যেই পড়ে। বাংলা একাডেমী তো 'গ্যাস রফতানী' সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছে না। তাহলে অন্যায় কোথায়? অন্যায় না হলেও বাংলা একাডেমী এ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেনি। অবশ্য তাই বলে সময় শেষ হয়ে যায়নি। বাংলা একাডেমী এখনো এই বিষয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে পারে এবং সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে।

বেসরকারী সংগঠন বা কেতাবেসংগেও এ ব্যাপারে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ সরকারকে দেয়নি। 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট' এ ব্যাপারে একটা ভূমিকা পালন করতে পারতো।

যাই হোক, এটা খুব দুঃখজনক যে, আমরা এই দিবসটির আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে প্রায় কেউ মাথা ঘামাইনি। আমাদের কাছে মহান উত্তরাধিকার, এখনো নিছক শহীদ দিবস। এখনো শহীদদের কবর জেয়ারত, শহীদ মিনারে ফুল দেয়া ও নগ্নপদে প্রভাত ফেরী– আমাদের প্রথা হয়ে রয়েছে। এর বাইরে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে 'একুশকে' নেয়ার কোন উদ্যোগ আমরা নিতে পারিনি।

কিন্তু নিতে হবে। কারণ এটা একটা বড় সুযোগ। বাংলাদেশের ম্লান ও নেতিবাচক ভাবমূর্তি কিছুটা হলেও বদলাবার জন্য এই উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকারকে নিতে হবে। সরকারকেই নিতে হবে। কারণ এটা বেসরকারী পর্যায়ে সম্ভব নয়। বিশ্বে যে 'মাতৃভাষা দিবস', এখনো প্রতিষ্ঠিত পায়নি তা আমাদের অনুমান। কিন্তু সম্প্রতি "সাপ্তাহিক ২০০০"-এর ২৬ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত সুইডেন থেকে সাংবাদিক দেলওয়ার হোসেনের লেখা এক প্রতিবেদন থেকে একটা প্রমাণ কিন্তু হতাশাজনক চিত্র পাওয়া গেছে। পাঠকদের জন্য আমি এখানে প্রতিবেদনটি উদ্ধৃত করছি।

২০০০ সালে জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারীকে দেয়া হলো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি। এ নিয়ে বাঙালির উচ্ছ্বাসের অন্ত ছিল না। আশা ছিল যে দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রভৃতির মতো বিশ্বব্যাপী যথাযোগ্যভাবে উদযাপিত হবে এ দিবসটিও। ইতিমধ্যে স্বীকৃতির তিন বছর পার হয়ে গেল। জাতিসংঘের ১৯১টি সদস্য দেশের কতটি দেশে এ পর্যন্ত এই দিবসটি পালিত হয়েছে তার কোনো সঠিক খবরও জানা গেলো না। তবে ৫টি বর্ণিত দেশের (সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড) সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমে সন্তোষ পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি রেখেও দিবসটি কোনো দেশে জাতীয়ভাবে উদযাপিত হওয়া তো দূরে থাক, নূন্যতমভাবে কোথাও দিবসটির কথা উল্লেখের নজিরও দেখা যায়নি। সেই হিসেবে বলা যায়, বহির্বিশ্বে মাতৃভাষা দিবসটি এখনো আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভে সক্ষম হয়নি। এ জন্য বাংলাদেশ সরকার, দূতাবাস, মিশন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যা করণীয় তাও সঠিকভাবে করা হয়েছে বা হচ্ছে কিনা সেটা এক বড় প্রশ্ন।

বর্ণিত দেশে এবারও সবার অলক্ষ্যে মাতৃভাষা দিবসটি পার হয়ে গেল। শুধু শুধু খবর পাঠাতে দেশের কোনো মাধ্যমেই এ সম্পর্কিত খবর খুঁজে পাওয়া গেলো না। সুইডেনের ভোরের ও সন্ধ্যার প্রধান ৪টি দৈনিকসহ অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশনের ওপর নজর রেখেও পাওয়া যায়নি কাঙ্ক্ষিত সংবাদটি। তবে গত ১৭ ফেব্রুয়ারী প্রথমবারের মতো সুইডেনের অন্যতম প্রধান সান্ধ্য দৈনিক আফতোন ব্লাদেত পত্রিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কিত একটি খবর দেখা যায়। তাতে শুধু একটি লাইনে উল্লেখ করা হয় আগামী শুক্রবার পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। এছাড়া এই দিবসটির উৎপত্তি, দেশগত ঘটনা, ইতিহাস, তাৎপর্য কিংবা বাংলাদেশের নামেরও উল্লেখ ছিল না।

দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এই নিউজ আইটেমটির কোথাও উল্লেখ ছিল না পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর (১৬ কোটি ৯০ লাখ, ১২ চীনের মান্দারিন, ৮৮ কোটি ৫০ লাখ, ২৪ স্প্যানিশ, ৩৩ কোটি ২০ লাখ, ৩৪ ইংলিশ, ৩২ কোটি ২০ লাখ) বাংলা মাতৃভাষা সম্পর্কে একটি মন্তব্যও। অথচ সৌভ্রাতৃত্বসহ ১৯ ফেব্রুয়ারী ঐ প্রতিবেদনের রিপোর্টার এতো বারকে ঘনসহ একই পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেলো তারা দিবসটির তাৎপর্য ও ইতিহাস সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। বিষয়টি আরো কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠায় এবং এ সম্পর্কিত কোনো খবর মাতৃভাষা দিবসে মুদ্রিত হচ্ছে কি না, তা জানার জন্য অপর আরো তিনটি প্রধান দৈনিক, সুইডেনের জাতীয় টেলিভিশন ও রেডিও কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও একই জবাব পাওয়া গেলো। এদের প্রত্যেকের কাছেই একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও নিজস্ব প্রত্যাশা করেছেই তারা জানতেও চাইলেন দিবসটিকে আমরা কিভাবে উদযাপন করি এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব কি। এরপর প্রোগ্রাম সূচী দেখে নিজের করার কোনো সম্ভাবনা তারা খুঁজে না পেলেও সাদুনা দিয়ে বললেন, বিষয়টি আমরা পরে দেখবো। সুতরাং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের দূতাবাস-মিশনগুলো এ ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তা মিডিয়ার এই 'অজ্ঞতা থাকার' নমুনা দেখেই বোঝা যায়। এছাড়া ৫টি বর্ণিত দেশের ঈশ্বরদহ দূতাবাসে ফোনে যোগাযোগ করেও ২০ ফেব্রুয়ারী জানা গেলো- দিবসটি সম্পর্কে তারাও কিছুই জানেন না এবং তাদের নিজ নিজ দেশে দিবসটি উদযাপন করা হবে কিনা, তা জানাতেও অপারগতা প্রকাশ করলেন।

জনাব দেলওয়ার হোসেনের এই প্রতিবেদন বর্ণিত দেশের চিত্র হলেও পৃথিবীর অন্য দেশের চিত্র এর চাইতে ভিন্ন কিছু হবে বলে মনে হয় না। এই প্রতিবেদন পড়ার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের কোন অনুশোচনা বা আক্ষেপ হচ্ছে কি? তারা কি এখন উপলব্ধি করতে পারছেন তাদের এ ব্যাপারে কিছু দায়িত্ব ছিল?

যদি উপলব্ধি করতে পারেন আগামীতে সেটাই একটা বড় সান্ত্বনা। এখন পরবর্তী ধাপ হলঃ আমাদের কি করণীয় তা মতবিনিময়ের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা। যার মূল ধরে একটা লংটার্ম এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করা। যার নির্দিষ্টে সরকার প্রধানের নির্দেশে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রতি বছর বিশেষ ফান্ড বরাদ্দ করবে।

"লংটার্ম এ্যাকশন প্ল্যানের" উপর আমি বিশেষ জোর দিচ্ছি। কারণ কাজটি দুচার বছরে সম্পন্ন হওয়ার নয়। অনেক দীর্ঘ সময় নিয়ে এই কাজ করতে হবে।

উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে মতবিনিময়ের আয়োজন করলে অনেক গঠনমূলক 'প্রস্তাব পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই। এখানে আমি কয়েকটি প্রস্তাব দিতে চাই। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে হয়তো আরো আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমার প্রস্তাব: ১) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" সংক্রান্ত একটি সেল গঠন করা যায়। সচিব পদমর্যাদায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে (আমলা নয়) এই সেলের প্রধান করা যায়। এই সেলের অঙ্গনে থাকবে প্রয়োজনীয় লোকবল, সাংস্কৃতিক ও বার্ষিক ফান্ড। এই সেল একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবে। প্রধানত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাদের পদচারণা রয়েছে সে রকম ব্যক্তিত্ব ও বাংলা ভাষার কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এই পরিষদের সদস্য হবেন। আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তারা একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। এই সেলের কাজ হবে বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসের সহযোগিতা নিয়ে ঐ দেশের সরকারের মাধ্যমে প্রচার মাধ্যম, শিক্ষা পাঠ্যক্রম, লাইব্রেরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের" মর্যাদাটা পৌঁছানো। পোস্টার, বই, পোস্টার, লিফলেট, ভক্তমেন্টারী ফিল্মের ক্যাসেট, আলোকচিত্র, প্রেস স্টাট পৌঁছানো। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যেন সেই দেশের প্রতিটি প্রধান সংবাদপত্রে আলোচ্য বিষয়ে একটি সচিত্র নিবন্ধ ছাপা হয়। বেতার ও টিভিতে যেন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেন বক্তৃতার আয়োজন করা যায়।

এভাবে এগুতে হবে। সারা পৃথিবী একসাথে টার্গেট করলে কাজ হবে না। ধাপে ধাপে এগুতে হবে। যেমনঃ প্রথম বছর শুধু "সার্ক" দেশসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। দ্বিতীয় বছর 'অভিযান' নেপালসহ, তৃতীয় বছর এশিয়ার অন্যান্য দেশ। এভাবে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য মহাদেশ টার্গেট করে এগুতে হবে।

এছাড়া কোন উপায় নেই। এটা কোন হুকুম জারি করে হবে না। মোটিভেশনের মাধ্যমে করতে হবে। খুব দক্ষ হাতে কাজটি পরিচালনা করতে হবে। 'জনসংযোগ' দক্ষ ব্যক্তিদের এই কাজে লাগাতে হবে। মনে রাখতে হবে, "একুশের" মর্যাদাটা প্রচার করে অন্য দেশের কোন লাভ নেই। লাভ শুধু আমাদের। আমাদের দেশের নাম প্রচার হবে। দেশের পরিচিতি বাড়বে। একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশের নাম যুক্ত পৃথিবীর লোক তা জানতে পারবেন।

হেলেনেস্কো আমরা অনেক বুঝে বা না বুঝে "যে দিবসের রচনা" মুখস্থ করেছি পরীক্ষার জন্য। ঐ রচনা অনেকের জন্য কোন শহরের নাম না জানলেও শিক্ষামূলক শহরের নাম জেনেছি। জেনেছি যে মার্কেটের কথা। কিভাবে "যে দিবসের" রচনা সেই পরিচিতি আমাদের স্কুল পাঠ্য বইতে যুক্ত গিয়েছিল কে জানে। এখন বুঝতে পারি, তা নিশ্চিত কোন দেশ বা প্রতিষ্ঠানের লাগসই জনসংযোগের ফল।

কদিন আগে বাংলাদেশে নারী দিবস' পালিত হয়ে গেল। এমনি নানা দিবস আমাদের পালিত হচ্ছে। কারো এমন "দিবস" আমাদের সমাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে তা নিশ্চিত বলা যাবে না। তবে নারী সংস্থার উৎসাহ ও আর্থিক সহযোগিতা বা সহযোগিতার আশ্বাস এসব দিবস পালনে অনেককে সক্রিয় করে রেখেছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের জন্যও এরকম নানা বুদ্ধি বের করতে হবে। যাতে পৃথিবীর নানা দেশে আমরা "একুশের" মর্যাদাটা নিয়ে ঢুকতে পারি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ একেবারে নিঃস্ব নয়। ইউনেস্কো অবশ্যই তার একটি শক্তিশালী সহযোগী। অবশ্য উল্টো করেও বলা যায়, ইউনেস্কোর নামেই সব কাজ হবে। পেছন থেকে শক্তি জোগাবে বাংলাদেশ সরকার। ইউনেস্কোর নামে হলে কাজের গুণ বা মর্যাদা অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

আমার প্রস্তাব অনেকের কাছে পছন্দ নাও হতে পারে। তাতে ক্ষতি নেই। অন্যরা যদি আরো ভালো, গঠনমূলক ও বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে তাকে আমি স্বাগত জানাই। সরকারের প্রস্তাবিত 'সেল' আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সরকারে উপযুক্ত প্রস্তাবগুলোই গ্রহণ করবে। তবে সরকারকে এ ব্যাপারে কিছু করতেই হবে। বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বাড়াবার জন্য সবচেয়ে কার্যকর কর্মসূচী আর কি হতে পারে।

আমার আশা, বিএনপি সরকার এ ব্যাপারে ইতিবাচকভাবে সাড়া দেবে। কারণ 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র সঙ্গে আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবুর রহমানের নাম জড়িত নয়।

[লেখক: সাংবাদিক]

> *"মাতৃভাষা দিবস" সম্পর্কেও সরকার নিস্পৃহ একথা ঠিক। কিন্তু বেসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন? তারা কি করেছে? গত দু' বছরে ফেব্রুয়ারী মাসব্যাপী আলোচনায় বাংলা একাডেমী কি এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করেছে? 'মাতৃভাষা দিবসের' সরকারী করণীয় সম্পর্কে বাংলাভাষার গবেষক, লেখক, চিন্তাবিদ ও সুহৃদদের নিয়ে কোন মতবিনিময় করেছে? এ ব্যাপারে সরকারের করণীয় সম্পর্কে কোন পেপার তৈরী করে সরকারকে দিয়েছে? এ ব্যাপারে আমলাদের বিদ্যা ও চিন্তার দৌড় বেশিদূর হওয়ার কথা নয়। তাই বাংলা একাডেমীর উচিত ছিল এই কাজে সরকারকে পরামর্শ দেয়া। সরকার না চাইলেও। কারণ এই আলোচনা একাডেমীর এজেন্ডার মধ্যেই পড়ে। বাংলা একাডেমী তো 'গ্যাস রফতানী' সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছে না। তাহলে অন্যায় কোথায়? অন্যায় না হলেও বাংলা একাডেমী এ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেনি। অবশ্য তাই বলে সময় শেষ হয়ে যায়নি। বাংলা একাডেমী এখনো এই বিষয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে পারে এবং সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে।*